بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১৩ এপ্রিল ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৩ এপ্রিল ২০১২-এর (১৩ শাহাদত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, **'যতক্ষণ পর্যন্ত অবিচলতার বৈশিষ্ট্য অর্জিত না হবে বয়আত অসম্পূর্ণ। মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হয় তখন পথে অনেক বিপদাপদ ও ঝড়ঝঞ্জার সম্মুখীন হতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা অতিক্রম না করবে ততক্ষণ গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। সুসময়ে বা সুখের দিনে কে কতটা অবিচলতা বা দৃঢ়চিত্ততা অর্জন করেছে তা জানা সম্ভব নয়। কেননা সুসময়ে বা সুখের দিনে সবাই আনন্দিত থাকে এবং বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়। দৃঢ়চিত্ত ও অবিচল সে, যে বিপদাপদকে হাসি মুখে বরণ বা সহ্য করে'।** (মলফুযাত, ৪র্থ খন্ড-পৃ:৫১৫)

পুনরায় আরেক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইস্তেকামত বা অবিচলতা ও দৃঢ়চিত্ততা কীভাবে অর্জিত হতে পারে সেই সম্পর্কে দিকনির্দেশনা গিয়ে বলেন, **'দরূদ শরীফ যা অবিচলতার বৈশিষ্ট্য অর্জনের একটা মাধ্যম তা অজস্র ধারায় পাঠ কর। অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ কর কিন্তু প্রথাগতভাবে নয় বরং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগ্রহ এবং অনুপম বৈশিষ্ট্যাবলী স্মৃতিপটে রেখে তাঁর পবিত্র আধ্যাত্মিক মর্যাদার উন্নতির জন্য এবং তাঁর সফলতার উদ্দেশ্যে দোয়া কর। এর ফলশ্রুতিতে দোয়া গৃহীত হবার বা দোয়া কবুল হবার সুস্বাদু ও সুমিষ্ট ফল তোমরা লাভ করবে'।** (মলফুযাত, ৩য় খন্ড-পৃ:৩৮)

অন্য এক স্থানে স্বীয় জামাতের সদস্যদের সদুপদেশ প্রদান করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'হৃদয়ের দৃঢ়তা এবং অবিচলতার জন্য অজস্র ধারায় ইস্তেগফার করতে থাকুন'।** (মলফুযাত, ৫ম খন্ড-পৃ:১৮৩)

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের সম্পর্কে বর্ণিত কিছু ঘটনা উল্লেখ করব, যার মাধ্যমে তাঁদের ধৈর্য এবং অবিচলতার উপর আলোকপাত হয়। খোদা তাঁদের সাথে কত স্নেহসূলভ ব্যবহার করতেন আর কীভাবে তাদের দোয়া গৃহীত হতো তা আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

হযরত নূর মোহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৯০৬ সালের ৭ জানুয়ারী পরিবার পরিজনসহ আমি বেলুচিস্তান চলে যাই। আমার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম (আহলে হাদীস ইমাম) আমার কথা শুনার পর আমাকে ডেকে পাঠালেন, অর্থাৎ তিনি কাদিয়ান এসেছিলেন, বয়আতের পর ফিরে গেলে তার শিক্ষক তাঁকে ডাকেন। শিক্ষক বলেন, মির্যা সাহেব তাঁর বইতে খুব ভাল ভাল কথা লেখেন কিন্তু সত্যিকার অর্থে লোকচক্ষুর আড়ালে ভিন্ন কথা বলেন অর্থাৎ বলেন কিছু আর লিখেন ভিন্ন কিছু।

তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পত্র যোগে তা জানালো হল। মুফতী সাহেবের হাতে লেখা উত্তর আসলো, আমাদের শিক্ষা হল, **'ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেয়া । এছাড়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কথা এবং কর্মের সাথে যে কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করে সে অভিশপ্ত'**। এই চিঠি যখন মৌলভী সাহেবকে দেখানো হল তখন মৌলভী সাহেব অন্য কিছু না বলে শুধু এ কথাই বলেন, তোমার প্রতিও কি ইলহাম হয়েছে ? অর্থাৎ হাসি-ঠাট্টা আরম্ভ করেন। আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পত্রিকায় তাঁর উক্তি, 'মানুষের উচিত আমাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে জিজ্ঞাসা করা'। পড়ার পর আমি দোয়া আরম্ভ করি, এরপর আমার প্রতি ইলহাম হয়, **'ইনি সত্যবাদী, তাঁকে গ্রহণ কর'**। তিনি বলেন, এর পর আমি যেখানে যেতাম, বাজারে চলাফিরার সময় বা অফিসের ভেতর-বাহিরে আমাকে ক্ষেপানোর উদ্দেশ্যে মানুষ বিভিন্ন ধরনের কথা বলত। আমি যেহেতু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে এসেছি তাই আমাকে ব্যঙ্গ করার জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তা তাদের পিওনকে এভাবে বলত, হুক্কা মওউদ নিয়ে আস, বিল্লি মওউদকে ডাক, কাগজ মওউদ নিয়ে আস, ইত্যাদি ইত্যাদি আজেবাজে কথাবার্তা আরম্ভ করে। তখন আমি আল্লাহ্‌র কাছে এভাবে দোয়া করতাম, হে মহা সন্মানিত প্রভু! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণে আমার ওমুক দোয়া গ্রহণ কর। আর প্রত্যেক রোববারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে চিঠি লিখে পাঠাতাম। আমার একটি দোয়া ছিল, 'হে আল্লাহ্! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণে কোয়েটা থেকে পদোন্নতির সাথে আমার বদলির ব্যবস্থা কর কেননা আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা খাঁন বাহাদুর মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন সি আই ই কিল্লাতের রাজনৈতিক উপদেষ্টাও আহমদীয়াতের ঘোর বিরোধী ছিলেন । আমি দোয়া করলাম, হে আল্লাহ্! পদন্নোতির সাথে এই অফিস থেকে অন্যত্র আমার বদলির ব্যবস্থা কর। তিন দিন অতিবাহিত হবার পূর্বেই আমি 'মুসতওফী সাহেব লাড়ী'তে সিরেস্তাদার হিসেবে বদলি হয়ে যাই। সেখানে পৌঁছে যখন দেখলাম, আমি একা— তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে প্রত্যেক দিন একটি পোষ্ট কার্ড লেখা আরম্ভ করলাম। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ অপার কৃপায় এখানে এক বছরের মাথায় বারো জনকে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দেন। আর আমার প্রতি এত ব্যাপক হারে ইলহাম হওয়া আরম্ভ হয় যে, এমন কোন রাত কাটতনা যে রাতে আমার প্রতি ইলহাম হয়নি। রেজিস্টারে লেখক ঘটনা আগে পিছে লিখেছেন। যাহোক পরের ঘটনা হল, শাদী খাঁন (রা.) নামের একজন কসাই ছিলেন যিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। সেখানে মিয়াঁ গুল মোহাম্মদ নামে একজন বেলুচ সর্দার ছিল। সে ব্যক্তি যখন জানতে পারে, শাদী খাঁন আহমদী হয়ে গেছেন তখন লোকদেরকে বললো, শাদী খাঁন আহমদী হয়ে গেছে তাই তার দোকান থেকে কেনা মাংস ফেলে দাও, তাকে প্রহার কর। উত্তেজিত মুসলমানরা তাই করেছে, তার মাথা থেকে রক্ত ঝরছিল। বেলুচিস্তানের সিব্বী'র ডেপুটি কমিশনার বাহাদুরের কাছে বিচার চাওয়া হয়। মামলা দায়ের করার পর আমার প্রতি ইলহাম হয়, শাদী খাঁনের ঘরকে রক্ষা করা হবে। আমি সব বন্ধুকে বললাম, পরিবার পরিজনসহ তোমাদের সবাই যাদের মোট সংখ্যা ছত্রিশ; শাদী খাঁনের বাসায় চলে যাও। সবাই সেখানে আশ্রয় নেয়। ফলাফলের অপেক্ষায় ছিলাম আমরা। শাদী খাঁন মাঝ রাতে বলেন, (তিনিও একটা স্বপ্ন দেখেছেন) আমাকে একটা বড় দরবারে তলব করা হয়েছে, এক ব্যক্তি তাঁবু খাটিয়ে স্বমহিমায় সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন আর তাঁর চর্তুপাশ্বে উপবিষ্ট আছেন উম্মতের ওলীরা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দরজায় দাঁড়িয়ে আমার অপেক্ষা করছেন। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন আমার মাথা থেকে রক্ত ঝরছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক হাত আমার চিবুকে রাখেন আর দ্বিতীয় হাতে আমার মাথা ধরে সেই সিংহাসনের কাছে আমায় নিয়ে আসেন আর তিনি (আ.) বলেন, আমার মুরীদদের অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে আমি কী করতে পারি? সিংহাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তি উচ্চস্বরে বলেন, কেউ আছে কি! পদকধারী একজন ঊর্ধ্বতন জেনারেল সেখানে উপস্থিত হন। তাকে শাদী খাঁনের সাথে যাবার জন্য নির্দেশ দেয়া হল। আমি আগে ছিলাম আর আমার পিছনে জেনারেল ও তার সৈন্য বাহিনী শহরে প্রবেশ করে। এই ছিল তার স্বপ্ন। এরপর তিনি বলেন, এখন আমি আর মামলা করতে চাই না। খোদা তা'লা স্বয়ং প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। এরপর প্রবল বন্যা আসে এবং শহরের বাহিরের অংশকে প্লাবিত করে আর কেবল মাত্র শাদী খাঁনের ঘর রক্ষা পায়।

ডেস্কা নিবাসী আব্দুল গাফ্ফার সাহেবের পিতা হযরত জান মোহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৯০৩ সালে আহমদীদের চরম বিরোধিতা হয়; বিশেষ করে আমার। কেননা আমি ডেস্কার প্রথম আহমদী ছিলাম। আমাকে তারা অনেক বেশি নির্যাতন করত। পানি সরবরাহকারী এবং ময়লা-আবর্জনা পরিস্কারকারীকে তারা বাধা দেয়। পানি সরবরাহকারী বিরোধীদের বলে, তহসিলদার আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন মৌলভী সাহেবকে পানি সরবরাহ করতে। তোমরা যদি আমাকে বাধা দাও তাহলে আমি তহসিলদার সাহেবকে বলে দেব। তহসিলদার সাহেবের নির্দেশ হল, তাঁর পানি বন্ধ করা যাবে না। যাহোক তারা নিবৃত্ত হলো, এরপর যে ব্যক্তি ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ করত তাকে বাধা দিলে (পাক-ভারতে সচরাচর এক ব্যক্তি বা একটি বিশেষ জাতির সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষ এসে বাড়ী-ঘরের ময়লা-আবর্জনা নিয়ে যায় যাদেরকে সাধরণত মানুষ পছন্দ করে না অথচ জাত-পাতের কোন পার্থক্য হওয়া উচিত নয়, এটি ইসলামের শিক্ষা।) সে তাদেরকে বলে, মৌলভী সাহেবও তোমাদের সাথে খান না আর তোমরাও তার সাথে এক পাতে খাও না। যিনি আবর্জনা পরিস্কার করেন তিনি বিরোধীদের বলেন, যদি তোমরা আমাদের সাথে বসে খাও তাহলে মৌলভী সাহেবকে বর্জন করব। এতে বিরোধীরা লজ্জিত হয় কিন্তু বিরোধিতা অব্যাহত রাখে। এই অধম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে লিখে, মানুষ আমার পানি বন্ধ করে দিয়েছে, মসজিদে নামায পড়তে দেয় না। যদি মৌলভী ফিরোজ দ্বীন এবং প্লিডার (উকিল) চৌধুরী নসরুল্লাহ্ বয়আত করে তাহলে জামাতের উন্নতি হবে। হযরত আকদাস (আ.) প্রত্যুত্তরে আমাকে লিখেছেন, আপনি এই কথা মনে করবেন না যে, উমুক আহমদী হয়ে গেলে জামাতের উন্নতি হবে। আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, নামাযে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন। এটি ঐশী জামাত, স্বর্গীয় জামাত, ইনশাআল্লাহ্ এই জামাত উন্নতি করবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যাবে। পুণ্যাত্মারা এই জামাতভূক্ত হবে আর সব মসজিদ হবে আহমদীদের। আপনি ভয় পাবেন না। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানে জামাত প্রসার লাভ করেছে। অতএব বিরোধীরা যত বিধি-নিষেধই আরোপ করুক না কেন আর যত বিরোধিতাই করুক না কেন— এসব মসজিদ ইনশাআল্লাহ্ আহমদীদের হাতেই আসবে।

আল্লাহ্ বখ্শ সাহেবের পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূর (আ.)-এর ইন্তেকালের সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। গয়ের আহমদী এবং অন্যান্য বিরোধীরা বিল্ডিং-এর বাহিরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। আমরা দরজার বাহিরে বসে ছিলাম। এক বন্ধুর ক্রন্দন-রোল শুনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বাহিরে আসেন এবং বলেন, আমার ঈমান যেমন পূর্বে ছিল এখনও ঠিক তেমনই আছে আর মির্যা সাহেব তাঁর কাজ সমাপ্ত করে চলে গেছেন; এখন অবিচলতা প্রদর্শনের সময় ক্রন্দনের নয়।

আরেকটি ঘটনা মুস্তাকীম সাহেবের পুত্র হযরত খায়ের দ্বীন (রা.) সাহেব কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার শিক্ষক মৌলভী আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব মৌলভী মোহাম্মদ হোসেইন বাটালভীর ভক্ত এবং মুরীদ ছিলেন। যে যুগে মৌলভী মোহাম্মদ হোসেইন ইশাআতুস সুন্নাহ্ লিখেছে, {যাতে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রশংসা করেছে} সে যুগে তিনি তা পড়েছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি যার প্রশংসা করেছেন এই ব্যক্তি কে? এবং তিনি কোথায় থাকেন? আমার হৃদয়ে তার দর্শন লাভের সাধ জাগে। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখানোর জন্য কাদিয়ান আসেন। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শায়ীত ছিলেন। তখন তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পা দাবাতে আরম্ভ করেন। পা টিপতে টিপতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র চেহারার দিকে তাকান এবং বলেন, হুযূর! হাদীসে মাহদীর যে চেহারা বর্ণিত হয়েছে তা আপনার ক্ষেত্রে পূর্ণ হতে দেখা যায়। এটি তার বয়আত গ্রহণের পূর্বের ঘটনা। এ কথা শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুচকি হাসেন। এরপর মৌলভী আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব বলেন, হুযূর আপনার হাতে বয়আত করতে আমার ইচ্ছে করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এখনো আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এথেকে বুঝা যায়, হুযূর (আ.) যা হবার ছিল তা হয়ে গেছেন। এখন শুধু ঊর্দ্ধলোকের নির্দেশের অপেক্ষা ছিল। তিনি বলেন, আমার শিক্ষকের হৃদয় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভালবাসায় ভরে যায় আর এরপর তিনি নিজ গ্রামে ফিরে যান।

বয়আতের বিজ্ঞাপন যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রচার করেন তখনই তিনি বয়আত করেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় আর কোন বিরোধিতা করি নি। তাঁর সাথেই ছিলাম, তাকে সঙ্গ দিয়েছি। মানুষ তাঁকে অনেক দুঃখ-কষ্ট দিয়েছে। তাঁর সম্পর্কে আমার ভাল ধারণা ছিল কিন্তু আলস্যের মাঝে সময় কেটে যায়। এমনকি ১৯০৬ সাল এসে যায়, ১৯০৬ সালে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করি। যোহরের আযানের পরের কথা, মসজিদে মুবারকের মেহরাবে হুযূর আসেন আর বলেন, কেউ যদি বয়আত করতে চায় তাহলে বয়আত করতে পারে। আমি অযূ করে নামাযের জন্য আসছিলাম, সিঁড়ির কাছে যখন পৌঁছলাম একজন ডেকে বললেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, কেউ যদি বয়আত করতে চায় তাহলে সে সত্ত্বর এসে বয়আত করতে পারে।

হযরত কাজী মোহাম্মদ ইউসূফ সাহেব (রা.) বলেন, প্রায় ২৭ বছর সরকারী চাকরী করেছি। আর পনের রূপী থেকে দু'শত টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন পেয়েছি বরং এরচেয়ে বেশিও পেয়েছি। প্রত্যেক সমস্যা বা কষ্টের সময় যেখানে কোন বন্ধু কাজে আসেনি সেখানে কেবল আল্লাহ্ তা'লাই কাজে এসেছেন এবং আমার সব কাজ তাঁর কৃপাতেই হয়েছে। বড় বড় পরীক্ষা আসে এবং তা সহজেই কেটে যায়। শত্রুরা কষ্ট দেয়ারই ছিল, আমার আপনজনরাও বছরের পর বছর ইউসূফের ভাইদের মত আমার শত্রুতা করতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক শত্রু এবং হিংসুককে তার হিংসা এবং নৈরাজ্যে ব্যর্থ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা সব সময় আমার দোয়া গ্রহণ করেছেন আর তাঁর কাছেই আমি সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রত্যাশা করেছি। লাহোরবাসীরা রসূলের অবমাননার একটা মিথ্যা অপবাদ আমার উপর আরোপ করে আর সীমান্তের আহরারীরা আমাকে প্রকাশ্যে হত্যা করার জন্য এক নির্দোষ ব্যক্তিকে সম্মত করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে রক্ষা করার জন্য পিস্তলের বুলেট বাঁকা করে দেন, পিস্তল কাজ করেনি এবং হত্যা প্রচেষ্টাকারীকে আরবাব মুহাম্মদ নজীব খাঁন সাহেব আহমদী, গ্রেফতার করেন এবং পুলিশের হাতে তুলে দেন। সীমান্ত প্রদেশের সরকার তাকে নয় বছরের কারাদন্ড প্রদান করে আর এভাবেই শত্রু ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাথে ছিলেন এবং এখনো আছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম পূর্ণ হয়, **'আমাদেরকে আগুনের ভয় দেখাবে না, আগুন আমাদের দাস বরং দাসানুদাস'**।

এরপর হযরত মিয়াঁ নিজামুদ্দিন সাহেব (রা.) টেইলার মাষ্টার বলেন, ১৯০২ সালের মার্চে আমরা জেহলম থেকে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের জলসা দেখার জন্য লাহোর আসি। আমরা তিনজন ছিলাম। জলসাগাহের বাহিরে এক মৌলভীকে দেখি, যে কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং বলছিল, আমি কুরআন হাতে নিয়ে কসম খেয়ে বলছি, মির্যার (নাউযুবিল্লাহ্) কুষ্ঠরোগে হয়েছে। অর্থাৎ মির্যা সাহেবের কুষ্ঠ রোগ হয়েছে আর সে নবীদের অবমাননা করে ইত্যাদি আর একই সাথে একটা বিজ্ঞাপনও বিতরণ করছিল। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুও একই ছিল।

আমি সেই বিজ্ঞাপন নিয়ে সঙ্গীদের বললাম, চল কাদিয়ান গিয়ে হযরত মির্যা সাহেবের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আসি। আমরা তিন জনই কাদিয়ান গেলাম, মাগরীবের নামাযের সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখলাম। হুযূর পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন। আমার সাথীরা এবং আমি আশ্চর্য হলাম! ব্যাপার কী? আমাদের মৌলভী মিথ্যা বলেছে? নাকি যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে তিনি ইনি নন বরং ভিন্ন কোন ব্যক্তি। রাত কেটে যায়, সকালে আমরা মৌলভী সাহেব অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, যাঁকে তোমরা দেখেছ তিনিই মির্যা সাহেব। এরপর খলীফা আউয়াল (রা.) তাঁর পকেট থেকে একটা বিজ্ঞাপন বের করে বলেন, এটি আমাদের কাছেও এসেছে। যাকে ইচ্ছে তোমরা সত্যবাদী বলতে পার। তোমাদের যে মৌলভী এতবড় মিথ্যা বলেছে, ওকেও মানতে পার। কুরআন হাতে নিয়ে এত বড় মিথ্যার বেসাতি করছে, মির্যা সাহেবের কুষ্ঠ হয়েছে বা মির্যাকে সত্য বলতে পার যাকে তোমরা সুস্থ দেখছো। যোহরের নামাযের সময় হুযূর (আ.) যখন নামাযে আসেন পুরো ঘটনা তাঁকে শুনালাম। হুযূর হেসে বলেন, আমার বিরোধিতায় মিথ্যা বলাকে মৌলভীরা বৈধ মনে করে। হাদীসে লেখা আছে, মসীহ্ মওউদের যুগে আলেমেরা নিকৃষ্টতম জীব হবে। হুযূরের কথা শুনে আমি মানসিক প্রশান্তি পেলাম আর হুযূরকে বললাম, আমি বয়আত করতে চাই আর আমার সঙ্গীরাও। এত বড় মিথ্যা

দেখে আমরা কোনভাবে সহ্য করতে পারি না, আপনি অনুগ্রহপূর্বক এখনই আমাদের বয়আত গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন।

এরপর হুযূর (আ.) বলেন, এতো তড়িঘড়ি বয়আতের প্রয়োজন নেই, এখনো আমাদের কথা শোন নি। কিছু দিন আমাদের সাহচর্যে থাক আমাদের কথা শোনো, এরপর যদি পুরো বিশ্বাস জন্মে তাহলে বয়আত করতে পার। পাছে বয়আত করার পর মৌলভী বা মানুষের আপত্তি শুনে মুখ ফিরিয়ে নিলে কোথাও আবার গুনাহ্গার না হয়ে যাও। বয়আতের পর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে গুনাহ্গার হবে তাই অন্ততঃপক্ষে এক সপ্তাহ আমাদের সান্নিধ্যে এবং সাহচর্যে থাক, একথা শুনে আমরা নিরব হয়ে গেলাম এবং সেখানে থাকলাম। হুযূর নামাযের পর ভেতরে চলে যান।

তিনি (রা.) বলেছেন, আমি দর্জি ছিলাম কোথাও মাসিক বারো রূপী বেতনে চাকুরি করতাম। আমার আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে আমাকে চাকরি থেকে বহিস্কার করে। আপন পর সবাই আমার শত্রু হয়ে যায়। এক ব্যক্তি যে আমাদের সাথেই সফরসঙ্গী ছিল সে হালুয়ার ব্যবসা করত। সব মুসলমান ঐকমত্যে পৌঁছে, এর দোকান থেকে কোন জিনিস খাওয়া হারাম। আজো পাকিস্তানে কোন কোন আহমদী দোকানী বা ব্যবসায়ীদের সাথে এমনই হচ্ছে। অন্যরাতো করেই বরং লাহোর হাই কোর্ট একটা রেজুলেশন পাশ করেছে, সিজান যেহেতু আহমদীদের তাই এটি পান করা হারাম। যাহোক মানুষ ফতওয়া দিয়েছে, এর দোকানের মিষ্টি খাওয়া হারাম, আটদিন বয়কটের মোকাবিলা করে এরপর সে আর সহ্য করতে পারেনি, মুরতাদ হয়ে যায়। এরপর আমরা দু'জনই শুধু বাকি ছিলাম। আমরা দু'জনই দর্জি ছিলাম, আমরা মুখবুজে সব কিছু সহ্য করি।

তিনি (রা.) বলেন, আমার মনে আছে সেই সময় দিনের পর দিন অনাহারে থাকতে হয়েছে। বেশ কয়েকদিন পর হুযূর (আ.)-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে পুরো অবস্থা বর্ণনা করি। হুযূর অত্যন্ত পরম সান্ত্বনা সূচক ভাষায় বলেন, **'যদি অবিচলতা প্রদর্শন করেন তাহলে অচিরেই এই দিন আল্লাহ্ তা'লা বদলে দিবেন আর সুদিন আসবে'।** তিনি (রা.) বলেন, এক বছর বড় কষ্টে কাটে। আয়-রোজগারের কোন উপায় ছিল না। এই কষ্টের কারণে কয়েক মাস পর পুনরায় কাদিয়ান আসি এবং হুযূরের সামনে কেঁদে উঠি। কষ্টের কথা উল্লেখ করে বললাম, হুযূর (আ.) যদি অনুমতি দেন তাহলে আফ্রিকা চলে যেতে চাই। আল্লাহ্ তা'লা হয়তো করুণা করবেন। এ কথা শুনে হুযূর (আ.) প্রথমে বললেন, এ পথে পরীক্ষা এসেই থাকে আর অনেক সময় সেই পরীক্ষা অনেক ভয়াবহও হয়ে থাকে। আমার আশঙ্কা হয় কোথাও সেখানে গিয়ে অন্য কোন ভয়াবহ পরীক্ষায় না পতিত হও। আমার জোর দেয়ার পর বলেন, কালকে বলব অর্থাৎ দোয়ার পর। দ্বিতীয় দিন খুব সম্ভব যোহরের সময় তিনি বলেন, আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আফ্রিকায় চলে যাও। কিন্তু স্মরণ রাখবে, যতটা সম্ভব মানুষের কাছে জামাতের বাণী এবং সত্যের বাণী পৌঁছাবে, তবলীগের কাজ পরিহার করবে না। তিনি বলেন, আমি নিরক্ষর ছিলাম কিন্তু জামাতের প্রতি ভালবাসার কারণে তবলীগের ব্যাপারে এমন উন্মাদনা ছিল যে, প্রতিটি মুহূর্ত তবলীগের প্রতি আমার মনোযোগ থাকত। সেখানে তিনি তবলীগে রত থাকেন।

এরপর হযরত গোলাম মোহাম্মদ সাহেব (রা.) তার লাহোর সফরের বৃত্তান্ত তুলে ধরে বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন লাহোর সফরের দিনগুলোতে লেকচার দিচ্ছিলেন। বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞাপন লাগানো হয়। চৌধুরী আল্লাহ্ দিত্তা মরহুম যিনি নারওয়াল তহসীলের মিয়াঁওয়ালীর খাঁনেওয়াল গ্রামের গ্রাম প্রধান ছিলেন। তিনি মাথায় আটার ডেকচি বহন করে শহরের সর্বত্র বিজ্ঞাপন লাগাতেন। বিরোধীরা তাঁর এ কাজ দেখে বেশ কয়েকবার তাঁকে দৈহিক নির্যাতন করেছে। চৌধুরী সাহেব মরহুম বিজ্ঞাপন লাগাতেন, বিরোধীরা তা ছিড়ে ফেলত এবং তাঁকে গালি দিত। সেই সময়কার ঘটনা, যেই ঘরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অবস্থান করছিলেন তার পাশে গোল রাস্তায় লোহাকাঠের একটা বৃক্ষ ছিল এক বিরোধী মৌলভী– যে মৌলভী টালি হিসেবে পরিচিত ছিল শুধু পায়জামা পরিহিত ছিল, শরীরে এবং মাথায় কোন কাপড় ছিল না। উন্মাদের মত সে গালি দিয়ে যেত বেড়াত। গাছে উঠে এই ধরনের অপলাপ করত।

হযরত হাফিয গোলাম রসূল উযিরাবাদী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবারকার ঘটনা আমি কাদিয়ান আসি। সেখানে এসে আমার মামলার কথা বলি, বিরোধীরা মিথ্যা মামলা করে, মিথ্যা কসম খেয়ে আমার ঘর জবরদখল করেছে। হুযূর বলেন, হাফিয সাহেব! মানুষ ছেলেদের বিয়ে এবং মুসলমানী উপলক্ষে ঘর নষ্ট করে, আল্লাহ্‌র কারণে যদি আপনার ঘর বেহাত হয়ে যায় যেতে দিন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে উত্তম ঘর দান করবেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কসম! এই পবিত্র বাক্য শুনতে আমার হৃদয় থেকে সেই ধারণা বেরিয়ে যায় আর জুলেখার সেই (ফার্সী) পঙতি আমার মনে পড়ে।

অর্থাৎ জুলেখা মিশরের ধনভান্ডারের বিনিময়ে ইউসুফকে ক্রয় করেছিল। কয়েকটি পাথর খন্ডের বিনিময়ে প্রাণ ক্রয় করেছে সে, ইনি বলছেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পবিত্র গ্রামে জায়গা দিয়েছেন এবং এখানে আমাকে ঘর দিয়েছেন আর পূর্বের ঘরের তুলনায় উত্তম ঘর দিয়েছেন। স্ত্রী দিয়েছেন, সন্তান-সন্ততিও দিয়েছেন। এ প্রেক্ষাপটে আরও একটি কথা মনে পড়েছে তাও লিখে দেই হয়তো কোন নেক ফিতরত মানুষ এটি থেকে উপকৃত হবে। তাহল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর একদিন মসজিদ মুবারকে খাঁজা কামাল উদ্দীন সাহেব বলেন, মাদ্রাসা আহমদীয়ায় যারা পড়ে তারা তো মোল্লাই হবে। এরা কী করতে পারবে, তবলীগ করা আমাদের কাজ। মাদ্রাসা আহমদীয়া বন্ধ করে দেয়া উচিত। তখন দৃঢ় প্রত্যয়ী হযরত মাহমুদ অর্থাৎ হযরত মির্যা মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) দন্ডায়মান হলেন যিনি আগে থেকেই সেখানে বসে ছিলেন এবং প্রত্যয়ের সাথে বললেন, স্কুল অর্থাৎ মাদ্রাসা আহমদীয়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটি চলতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ্ এতে আলেম সৃষ্টি হবে এবং তারা সত্যের প্রচার করবে। একথা শুনে খাঁজা কামাল উদ্দীন সাহেব হতভম্ব হয়ে যান। তখন আমি ভাবছিলাম, খাঁজা সাহেব বুঝতে পেরেছেন, আমরা আমদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারব না। আর দৃষ্টিবানরা জানেন, এই স্কুলে যারা শিক্ষা পেয়েছেন এমন আলেমরাই আজকে সারা পৃথিবীতে সত্যের প্রচার করছেন।

হাবীব আহমদ সাহেব হযরত শেখ আব্দুল ওহাব সাহেব (রা.) নও-মুসলিম সম্পর্কে লিখেন, তিনি ধর্মীয় বিষয়ে অত্যন্ত আত্মভিমানী ছিলেন। তিনি **'আস্ সিন্নো বিস্ সিন্নে'** অর্থাৎ দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এ শিক্ষার প্রতি আমলে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিশেষ চেতনা ও প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিলেন। বিরোধীদের মোকাবিলায় তিনি বুক ফুঁলিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। খুবই বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করতেন। যখন কেউ গালি দেয়া আরম্ভ করতো তখন তিনি আর কথা বলতেন না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশ, **'গালি শুনে দোয়া কর আর দুঃখ পেয়ে সুখ দাও'** পালন করতেন।

হযরত মিয়াঁ মোহাম্মদ যহুর উদ্দীন সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত আকদাস আমাদের বয়আত গ্রহণের পর ভেতরে চলে যান। আমরা প্রথমবার যখন কাদিয়ানে এসেছিলাম তখন শুধু একদিন অবস্থান করেছি। ভাই মুন্‌শী আব্দুল গফুর সাহেবের কারণে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে, কেননা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে তিনি কাদিয়ান গিয়েছিলেন পাছে তাঁর গ্রামের লোকেরা জেনে না যায়। ইনি বলেন, আল্লাহ্‌র কৃপায় আমাদের কারো কোন ভয় ছিল না। এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে প্রথম সাক্ষাতের কথা যখন মনে পড়ে দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে যাই, কেন আমি তড়ি-ঘড়ি করে ফিরে আসলাম। মানুষ যখন আমার আহমদীয়াত গ্রহণ সম্পর্কে নিশ্চিত হল তখন আমার কষ্টও আরম্ভ হল, আমার পানি বন্ধ করে দেয়া হয়। দোকানদারদের সাথে আমার লেনদেন বন্ধ করে দেয়া হয়। আবর্জনা সংগ্রহকারীকে নিষেধ করে দেয়া হয়। আমরা দু'তিন দিন এক নাগাড়ে অনাহারে কাটাতে লাগলাম কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে সত্যের উপরে অবিচল রেখেছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র।

হযরত মিয়াঁ গোলাম আহমদ সাহেব আরাঈঁ বলেন, একবারকার কথা, আমি এবং আমার পিতা একটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। আজ থেকে প্রায় ষাট বছর পূর্বেকার কথা এটি। আমার পিতা বলেন, লক্ষণাবলী থেকে বোঝা যায়, ইমাম মাহদী এসে গেছেন বা অচিরেই আসবেন। যখনই তিনি আবির্ভূত হন তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে গ্রহণ করবে কেননা তাঁকে অস্বীকারের ফলাফল পৃথিবীতেও ধ্বংস আর পরকালেও— এর পরিণাম কিন্তু শুভ হবে না। উপস্থিত সবাইকে তিনি বার বার এ নসীহত করেন এবং এটিও বলেন, আমি যদি সেই সময় বেঁচে থাকি

তাহলে সর্বপ্রথম আমিই ঈমান আনব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কোন প্রজ্ঞার অধীনে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দাবী করেন তখন আমার ভাগ্নে রহমত আলী বয়আত করলে আমি তার ঘোর বিরোধিতা করি এবং বলি, তিনি সৈয়্যদ বংশে জন্ম গ্রহণ করবেন। মানুষের মুখে মুখে যে নিদর্শনাবলীর কথা প্রচলিত সেগুলো তাকে শোনালাম এবং তাকে বললাম তুমি মির্যার হাতে বয়আত করে এসেছ। তখন সে আমাকে বলল, যদি এখন আপনি বয়আত না করেন তাহলে পরে হা-হুতাস করবেন তাই একবার গিয়ে অন্তত তাঁকে দেখে আসুন। তার বারংবারের অনুরোধে আমি কাদিয়ান গেলাম, এই ভেবে যে, ইনি হয়তো সত্য, যদি সত্য হন তাহলে আমি বঞ্চিত থাকবো। অধিকন্তু আমি স্বয়ং মসীহ্ মওউদকে প্রশ্ন করব। আর আমি যদি আশ্বস্ত হই তাহলে বয়আত করব। মসীহ্ মওউদের কাছে গেলে উজলেওয়ালার মোহাম্মদ হোসেন হুযূরের সামনে আমার পরিচয় দেন। যখন আমি হুযূরের কাছে পৌঁছি তখন হুযূর (আ.) মসজিদে মুবারকে মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেবের সাথে কথা বলছিলেন। তখন মসজিদ এতো ছোট ছিল যে, এক সারিতে মাত্র ছয়জনের সংকুলান হত। আমি মসীহ্ মওউদের কাছে বসি আর হুযূরের পা দাবাতে থাকি আর একই সাথে এটিও নিবেদন করি, আমি ইমাম মাহদী সম্পর্কে আলেমদের কাছে শুনেছি যে, তিনি ইয়েমেনের কারা শহরে আবির্ভূত হবেন (সামনে মক্কা শব্দ লেখা আছে হয়তো লেখার ভুল) এবং মিনারে ঈসা (আ.) অবতরণ করবেন। ইমাম মাহদী যিনি সৈয়্যদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করবেন– নিচে তার সাথে মিলিত হবেন। কিন্তু আপনি তো মোঘল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনি কীভাবে সেই ইমাম মাহদী হতে পারেন? আপনি যদি আমাকে বুঝিয়ে দেন তাহলে আমি বয়আত করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার পিঠে হাত রাখেন আর মুফতী সাহেব এবং মৌলভী মোহাম্মদ হাসান সাহেবকে বলেন, একে বোঝান। মৌলভী সাহেব আমাকে নিয়ে প্রেসে চলে যান। সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে আমার কথা হয়, তাঁর কথা শুনে আমি বাস্তব বিষয় বুঝতে পারি। আমি মৌলভী সাহেবকে বললাম, এখনই আমার বয়আতের ব্যবস্থা করুন। যোহরের নামাযের সময় ছিল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ভালভাবে বুঝে নাও। তারপর হুযূর (আ.) আমার এবং ধরমকোট নিবাসী একজন শিখের বয়আত নেন। তখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মেয়ে বিয়ের বয়সে উপনীত। আমার বোনের ছেলের সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। এখানে বহুল জিজ্ঞাসিত একটি প্রশ্নের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সমাধান দিয়েছেন। বোনের গয়ের আহমদী ছেলের সাথে বয়আতের পূর্বেই মেয়ে বাগদত্তা হয়েছে, এ সম্পর্কে কি করব?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'একটি পবিত্র সত্তার কোন অংশ অ-আহমদীদের দেয়া ঠিক নয় কেননা তারা আমার বিরোধী আর এর ফলশ্রুতিতে যে সন্তান আসবে তারাও আমার বিরোধী হবে'**। তখন তিনি বলেন, **'হুযূর! এই বাগদানের ঘটনা ঘটেছে প্রায় আঠারো বছর পূর্বে এখন কি করা যেতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার যা বলার ছিল তা বলে দিয়েছি এখন তোমার যা ইচ্ছে কর'**। হুযূর (আ.) তখন নির্দেশ দেন, **'এখন অ-আহমদীদের পিছনে তোমার নামায হতে পারে না'**।

এরপর আমি আমার ঘরে ফিরে আসি। দ্বিতীয় দিন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রাঁ চকে নিজের শশুর-বাড়ী যাই। পৃথক নামায আরম্ভ করলে মানুষ বলাবলি আরম্ভ করে, এ কি মির্যায়ী হয়ে গেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি আহমদী হয়ে গেছি। আমার শ্বশুর আমাকে সম্বোধন করে বলেন, লাহোরের কিছু আলেম এখানে এসেছে তারা বলে, তোমার মেয়ের বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। আমার শ্বশুর সে আলেমকে বলেন, আমার মেয়ের বিয়ে কীভাবে ভাঙতে পারে? তোমার মেয়ের বিয়ে ভাঙ্গুক। এ পুণ্যবানছেলে, মুসলমানদের অনেক ফির্কা রয়েছে আর সবাই মুহাম্মদ (সা.)-কে মানে। এরপর আমার শ্বশুর আমাকে ঘরে নিয়ে যান, যেন এরা আমার উপর অত্যাচার করতে না পারে কিন্তু আর আমার স্ত্রীর ভাইয়েরা আমার চরম বিরোধিতা করে। কোথাও ঝগড়া এবং মারামারি পর্যন্ত যেন না গড়ায় এই ভেবে আমি আমার স্ত্রীকে বলি আমি আমার গ্রামে ফিরে যাচ্ছি। এই বিষয়টি আমার শ্বশুর যখন জানতে পারলেন, একজনকে পাঠিয়ে আমাকে ফেরত আনালেন। আমার স্ত্রী আমাকে বলেন, আপনি কেন ফিরে যাচ্ছেন? আমি বললাম, যানি না তোমার কি ইচ্ছা? আমি পরীক্ষার আশংকায় চলে যাচ্ছি। তখন আমার স্ত্রী তার

ভাইদের উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি প্রশ্ন আহমদীয়াতের হয়ে থাকে তবে জেনে নাও আমি প্রথম আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি আর আমার স্বামী পরে। আমাকে তোমরা যে সাহায্য কর আমি তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না; খোদা তা'লা আমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করবেন। আমি আমার স্বামীর সাথেই যাব। খোদা তা'লা আমাদের রাযেক। আমার স্ত্রী আমার সাথে যেতে উদ্যত হন। তখন আমার শ্বশুর আমার স্ত্রীর হাত ধরে বলেন, যত দিন আমি জীবিত আছি ততদিন আমিই তোমাকে দিব, ভাইয়ের সময় যখন আসবে তখন তা তোমার এবং ভাইদের ব্যাপার। এরপর দু'টি গাঁধা বোঝাই করে খাদ্য শস্য এবং কাপড় সহ আমাদেরকে এখানে পৌঁছে দেন। সে সময় ইবরাহীম ও জার মুহাম্মদ নামে আমার দুই ছেলে আর এক কন্যা বরকত বিবি ছিল।

তিনি (রা.) বলেন, হযরত সাহেব যে কন্যা সম্পর্কে বলেছিলেন যে অ-আহমদীর সাথে বিয়ে দেয়া ঠিক হবে না, আমি এসে সে রাতেই আমার গ্রামের মিয়াঁ সুলতান আলী সেক্রেটারীর সাথে তার বিয়ের সব ব্যবস্থা করি এবং তাকে বিয়ে দিয়ে দেই। এ কারণে আমার বোনের পক্ষ থেকে আমার স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু হুযূরের নির্দেশেই আমি এ বিয়েতে সম্মতি দেই এবং তাকে সেই ছেলের ঘরে পাঠিয়ে দেই। প্রভাতে সবাই বলা আরম্ভ করে, গোলাম মোহাম্মদ বেঈমান হয়ে গেছে। আর আমার কতক অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন আমাকে ভয়ানক কষ্ট দেয়, দৈহিক নির্যাতন করে, মারে ও পিটায়।

হযরত হাফিয নবী বখ্শ সাহেব (রা.) বলেন, আমার বড় ছেলে আব্দুর রহমান, যে তা'লীমুল ইসলাম হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যায়ন করত আর ১৯০৭ সালে স্কুলেই মারা যায়। তার কঠিন পীড়ার সংবাদ শুনে আমি বাইর থেকে আসি। হযরত নূর উদ্দীন (রা.) সাহেব তার চিকিৎসা করছিলেন। আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যাই। হুযূর (আ.) কিছু টেবলেট দিয়ে বলেন, দুধের সাথে মিশিয়ে তাকে খাওয়াও। টেবলেট খাওয়ানোর পূর্বেই সে ইন্তেকাল করে। আমি লাশ ফয়জুল্লাহ্ চক নিয়ে যাবার অনুমতি চাই। অনুমতি দেয়া হয়।

দ্বিতীয় জুমুআয় আমি আবার যখন কাদিয়ানে যাই তখন দূর থেকে আমাকে দেখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মিয়াঁ নবী বখ্শ আসো। সে সময় অনেক বড় বড় মানুষ হুযূরের কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু হুযূর (আ.) এ অধমকে তাঁর ডান পাশে বসান এবং বলেন, মিয়াঁ নবী বখ্শ মনে হয় তুমি অনেক ধৈর্য ধরেছ, আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, আমরা তোমার জন্য অনেক দোয়া করেছি এবং করতে থাকব এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এর বিনিময়ে তোমাকে উত্তম সন্তান দিবেন। এরপর তার ঘরে আরো সন্তান হয়েছে।

এখন আমি আপনাদের সামনে ধর্মীয় আত্মাভিমানের কিছু ঘটনা উপস্থাপন করছি। হযরত ডা: মোহম্মদ তোফায়েল খাঁন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র মহিমা এমন ছিল যে, যখনই কেউ তাঁকে লাঞ্ছিত করতে চেয়েছে সে শাস্তি এড়াতে পারেনি।

ভেরা নিবাসী গওস মোহাম্মদ সাহেব বাটালার মিশন স্কুলের আরবীর শিক্ষক ছিলেন। একবার মাদ্রাসার মুসলমান ষ্টাফদের সামনে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে চরম অবমাননাকর মন্তব্য করে। তার এই কাজ আমার জন্য একেবারেই অসহনীয় ছিল। আমি তার অশোভন কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য বি.এম সরকারের কাছে যাই, যিনি হেড মাষ্টার ছিলেন। কিন্তু দরজায় পৌঁছা মাত্রই বিদ্যুত চমকের মত আমার হৃদয়ে ধারণা জাগ্রত হয়, হেড মাষ্টার সাহেব তো খ্রিস্টান, বিশ্বাসের দিক থেকে, ধর্মের দিক থেকে আমার প্রতি তার কোন সহানুভূতি থাকতে পারে না। অন্যদের প্রতি তার তুলনামূলকভাবে বেশী সহানুভূতি থাকবে। কেননা তাদের পক্ষ থেকে হেড মাষ্টারের ধর্মের কোন ক্ষতি নেই। তিনি আমাকেই দোষারোপ করবেন।
তাই আমি আর আগালাম না। কিন্তু আমার হৃদয় মহান আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়ার প্রতি নিবদ্ধ হয়। আমি দোয়া করি, হে আল্লাহ্! এই ব্যক্তি তোমার প্রিয় প্রেরিত সম্পর্কে চরম অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেছে। হয়তো অজ্ঞতা বা জ্ঞান শূন্যতার কারণে এমন শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে থাকবে এবং সত্য অবগত হলে সে তওবা করবে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিবেদন করি, তোমার দরবারে এটিই আমার আকুতি, হে আল্লাহ্! তাকে কোন শিক্ষনীয় নিদর্শন দেখাও। কিন্তু সে যেন কোন শাস্তি না পায়। আল্লাহ্ তা'লা তাকে এ নিদর্শন দেখিয়েছেন, ট্রেনে সফরকালে তার দেড়-দুই মাসের বাচ্চা কয়েকবার মায়ের কোল থেকে পড়ে যায়। আর গাড়ির মেঝেতেও পড়ে

কিন্তু কোন আঘাত পায় না। আঘাত থেকে নিরাপদ ছিল। এ দুর্ঘটনার কথা ফিরে এসে যখন সে বন্ধুদের কাছে বললো, তখন আমি বললাম, আপনার সেই দিনকার ঘটনার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আমি দোয়া করেছি, আল্লাহ্ যেন আপনাকে এমন কোন নিদর্শন দেখান যাতে আপনার কোন ক্ষয়-ক্ষতি না হয়। সেই দোয়া অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে নিদর্শন দেখিয়েছেন এই নিদর্শনকে মূল্যায়ন করুন। কিন্তু তিনি ঔদ্ধত্য বশতঃ এই উত্তর দেন, এটি দৈব বিষয়, আমি কোন নিদর্শনে বিশ্বাসী নই। এ নিদর্শনকে যেহেতু তিনি কাজে লাগান নি তাই আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় তাকে ধৃত করেন। তিনি হঠাৎ করে জ্বরাক্রান্ত হন আর সেই জ্বরেই মারা যান। কিন্তু মরার পূর্বে তার সামনে এটি স্পষ্ট হয়ে যায়, ধৃষ্টতার কারণে তিনি এ শাস্তি পেয়েছেন, আর এই ভয়াবহ অবস্থায় তিনি আমাকে বার বার ডাকেন। আমাকে সে বলে, অবশেষে আপনি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন অথচ আপনি বলেছিলেন আমি অভিযোগ করব না। কিন্তু আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি এখন আমি আপনাকে বলছি, আপনি সত্য আর আমি মিথ্যাবাদী। তিনি মৃত্যুর পূর্বে অন্তত এটুকু ভদ্রতা দেখিয়েছেন।

জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানের প্রভাষক হযরত হাফিয মোবারক আহমদ সাহেব, হযরত হাফিয রওশন আলী সাহেব (রা.)-এর ভাষায় ঘটনার বর্ণনা করেন যে, মৌলভী খাঁন মালেক সাহেব খ্যাতির দিক থেকে পুরো পাঞ্জাব বরং সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধ ছিলেন আর অধিকাংশ আলেম ছিলেন তাঁর শিষ্য। এ সম্মান এবং খ্যাতি সত্ত্বেও খুবই সরল প্রকৃতির এবং সূফী মানুষ ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে কোন কঠোর শব্দ পছন্দ করতেন না। একবার জালালপুর শরীফ ওয়ালার পীর মোজাফ্‌ফর সাহেব তার সন্তানদের শিক্ষার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানায় আর সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে বাজে শব্দ ব্যবহার করে তখন তিনি বলেন, আমি আপনার সন্তানদের পড়াতে প্রস্তুত নই।

হযরত মুনশী ইমাম উদ্দীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবারকার কথা, মির্যা নিজাম উদ্দীন এবং মির্যা ইমাম উদ্দীন যখন মসজিদে মুবারকের নীচে দেয়াল তুলে রাস্তা বন্ধ করে দেয়—এতে আহমদীদের অনেক কষ্ট হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামাতকে তখন আদালতের স্মরণাপন্ন হবার নির্দেশ দেন। তখন তিনি আমাকে এবং মুনমী আব্দুল আযীয সাহেব উজলবীকে বলেন, তোমরা তোমাদের অঞ্চলের এমন সম্মানিত লোকদের সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আস যারা দেয়াল দেয়াল পূর্বে এ রাস্তায় আসা যাওয়া করতেন। আমি আমার এলাকার গ্রাম প্রধান ফকীর লোহ্ চপকে কাদিয়ান নিয়ে আসি কারণ এখানেই জুরীরা এসেছিল। সে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, বন্দোবস্তের যুগে আমরা এখানে আসতাম এবং এ পথে আমরা আসা যাওয়া করতাম, অনেক সময় ঘোড়ায় চড়ে আমাদের আসা যাওয়া হত।

এ সাক্ষ্য দেয়ার পূর্বে মির্যা নিজাম উদ্দীন আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি সাক্ষ্য দেয়ার জন্য এসেছো? ফকির মাতব্বর বলেন, হ্যাঁ। এতে মির্যা নিজাম উদ্দীন রূঢ় ভাষায় কথা বলে। তখন ফকির মাতব্বর বলে যদি আপনি আমাকে গালি দেন তাহলে আপনি যখন শিকারের উদ্দেশ্যে আমাদের এলাকায় আসবেন তখন আমরা আপনার সাথে অধীক কঠোর ব্যবহার করব। তখন সে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। মির্যা নিজাম উদ্দীন যে পূর্বে পরিচিত ছিল, আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবার কারণে এক বছর আমার সাথে কথা বলেনি।

এক বছর পর দৈবক্রমে গুরুদাসপুর গিয়েছিলাম আদালতের বাহিরে এক আরজি লেখকের কাছে বসে ছিলাম সেখানে মির্যা নিজাম উদ্দীনও আসে এবং বলে মুন্‌শী সাহেব আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট কেন? আমি বললাম, আপনার সাথে যদি আমি কথা বলি আর আপনি আমাদের মনিব মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে বাজে কথা বলেন এতে আমি কষ্ট পাব। তিনি বলেন, আমি তাকে সম্মানিত মনে করি। তার কারণে আমার অনেক লাভ হয়েছে। আমি আমার বাগানের কাঠ সহস্র সহস্র রূপীয়ায় বিক্রি করে অনেক রূপী আয় করেছি আর এখন সবজি বিক্রি করেও সহস্র সহস্র রূপী আয় হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এখন আমার আয় উপার্জন অনেক বেশি। আমি তাকে বললাম, আপনার ধ্যান-ধারণা যদি এমনই হয়ে থাকে তবে মিমাংসার জন্য প্রস্তুত আছি।

জম্মু নিবাসী খলিফা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) বলেন, মৌলভী মোহাম্মদ হোসেইন বাটালভী আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বেই আমার বন্ধু ছিল। একবার সে চিনি ওয়ালী মসজিদে নামায পড়াচ্ছিল আর আমি সেখানে প্রবেশ

করে পৃথক নামায পড়লাম। মৌলভী সাহেব নামায শেষে আমাকে নামায পড়তে দেখে ভাবল আমি হয়তো তার পিছনে নামায পড়েছি। এতে সে খুবই আনন্দিত হয়। আমি বললাম, মৌলভী সাহেব আপনি কী মনে করেন, যে-ই পশ্চিম দিকে মুখ করে নামায পড়ে সে-ই আপনার পিছনে নামায পড়ে? গয়ের আহমদীর পিছনে নামায পড়াতো দূরের কথা আমি এটিও পছন্দ করি না যে, কোন অ-আহমদী আমার পিছনে নামায পড়ুক। মৌলভী সাহেব একথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বলে, অন্য আহমদীদের বিশ্বাস কিন্তু এমনটি নয়, তারা নিজেদের পিছনে কোন অ-আহমদীকে নামায পড়তে বাধা দেয় না। আমি বললাম, মৌলভী সাহেব, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধাত ও প্রকৃতি এবং চিন্তা-ভাবনা থেকে থাকে। আমি বললাম মৌলভী সাহেব, আল্লাহতা'লা বলেন, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى (সূরা আত্ তাওবা:১১৪) অর্থাৎ নবী এবং মু'মিনদের মুশরিকদের জন্য ইস্তেগফার করা উচিত নয়, তা সে নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন। আপনার বিশ্বাস কি পৌত্তলিকতা প্রসূত নয়? আর এছাড়া ইমাম হিসেবে আমি আমার অ-আহমদী মুক্তাদীদের জন্য কি দোয়া করব? আমি কি এই দোয়া করব যে, হে আল্লাহ্! একেও ক্ষমা কর যে তোমার মসীহ্কে অস্বীকার করে এবং গালি দেয়? আমি এ ঘটনার কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যখন শোনালাম তখন তিনি হেসে উঠলেন।

মোহাম্মদ নযীর ফারুকী সাহেব বর্ণনা করেন, বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ১৯০৮ সালে হাকীম সাহেবের নিজ গ্রাম এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাঁর বিরোধিতা প্রবল রূপ ধারণ করে। এমন কষ্টদায়ক পরিস্থিতি সামনে আসে যা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করার জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। কিন্তু এ বিষয়টি আমি স্বানন্দে বর্ণনা করতে পারি যে প্রত্যেক কষ্টের সময় তিনি অবিচল ছিলেন। নিজের আত্মসম্মানবোধ ও আত্মাভিমানকে তিনি পদদলিত হতে দেন নি। যে কারণে আল্লাহ্ তা'লা হাকীম সাহেবের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ উন্নততর করতে থাকেন আর এ জন্য তিনি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সবসময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

হযরত শেখ জয়নুল আবেদীন (রা.) বর্ণনা করেন, যৌবন-সমাগত এমন সময় আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে কাদিয়ান আসি। হুযূর (আ.) বলেন, জয়নুল আবেদীন এখনও কি আপনার বিয়ের ব্যবস্থা হয়নি? আমি বললাম, হুযূর! আমার বাগদান হয়েছে, কিন্তু আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণে আমার বিয়ে ভেঙ্গে যায়। তিনি (আ.) মুচকি হেসে বলেন, তুমি তো এখনো বয়আত করনি। আহমদীয়াতের কারণে কীভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে? আমি বললাম, হুযূর (আ.) তারা বলে মির্যা সাহেবকে কাফির বল আর এটি আমার জন্য সম্ভব নয়। আমি বললাম, তোমরা যদি এক মেয়ের জায়গায় দশ মেয়েও আমাকে দাও তবুও আমি মির্যা সাহেবকে ওলী আল্লাহ্ই বলব। তখন মসীহ্ মওউদ (আ.) বললেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনার মঙ্গলই করবেন।
আল্লাহ্ তা'লা সকল সাহাবীর পদ মর্যাদা উন্নীত করুন। তাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ধৈর্য, অবিচলতার বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হোক। আহমদীয়াতের ও খিলাফতের সাথে তাদের দৃঢ় সম্পর্ক বজায় থাকুক।

আজকে জুমুআর নামাযের পর দু'জনের জানাযা পড়াবো। একটি হাজের জানাযা আর তা শ্রদ্ধেয়া আমাতুল হাফিয খানম সাহেবার, যিনি জনাব শামসুল হক খাঁন সাহেবের স্ত্রী। কিছুদিন পূর্বে তিনি এখানে (লন্ডনে) আসেন বসবাসের জন্য। তার কেসও পাশ হয়ে যায় কিন্তু গত ৮ এপ্রিল তিনি ৮১ বছর বয়সে, ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি দীর্ঘকাল লাজনা ইমাইল্লাহ্, কোয়েটার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। দীর্ঘকাল খিদমতের সুযোগ হয়েছে। এরপর লাহোরে স্থানান্তরিত হলে সেখানে হালকা প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। তবলীগের প্রতি গভীর আগ্রহ এবং একাগ্রতা ছিল। এখানেও আসার পর এ বয়সে কিছু ইংরেজী বাক্য শেখার চেষ্টা করেন তবলীগের উদ্দেশ্যে। অত্যন্ত পুণ্যবতী, দোয়ায় অভ্যস্ত, রীতিমত নামায পড়া ও সৃষ্টিসেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিলেন। দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অসাধারণ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা এবং গভীর আন্তরিকতা ও একাগ্রতায় সমৃদ্ধ একজন মহিলা ছিলেন। বাচ্চাদের সুশিক্ষার প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। সব সময় তাদের খিলাফত ও জামাতের নিযামের বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করতেন। সম্পত্তির আটভাগের একভাগ ওসীয়্যত করেছিলেন।

তার অবস্থা যা আমি লক্ষ্য করেছি তাহল, খিলাফতের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা এমনই ছিল যে অনেকের জন্য তিনি অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। তিনি চার মেয়ে এবং তিন ছেলে রেখে গেছেন। ডা: মজিবুল হক খাঁন সাহেব, যিনি আমাদের লন্ডন অঞ্চলের যয়ীমে আলা মরহুমা তার বোন ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে তার সুশিক্ষার কারণে তার সন্তান-সন্ততিদের জামাতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করুন। তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মে সেই প্রেরণা সঞ্চালিত করুন যাতে জামাতের সাথে এদের সংশ্লিষ্টতার কারণে মরহুমার বিদেহী আত্মা শান্তি পায়। জুমুআর নামাযের পর তার জানাযার নামাজ বাইরে গিয়ে পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

দ্বিতীয় জানাযা জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ আহমদ সাহেবের। যিনি সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল (রা.) সাহেবের পুত্র ছিলেন যিনি সাহাবী ছিলেন। তার মা শিক্ষিকা সরদার বেগম সাহেবা স্কুলে দীর্ঘকাল জামাতের সেবা করেছেন। তিনি সাহাবীয়া ছিলেন না কিন্তু বয়আত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেই করেছিলেন কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেননি। হয়তো স্বামীর পূর্বেই তিনি বয়আত করেছিলেন। সৈয়দ মোহাম্মদ আহমদ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পুত্র মির্যা খলীল আহমদ সাহেবের দুধ ভাইও ছিলেন। হযরত উম্মে তাহেরের মেয়ে সাহেবজাদী আমাতুল বাসেত তার দ্বিতীয় ভাইয়ের দুধ বোন ছিলেন।

তার এক ছেলে মুনাওয়ার আহমদ সাহেব মির্যা রাফি আহমদ সাহেবের জামাতা। এক ছেলে হলেন ডাক্তার মোজাফ্ফর আহমদ সাহেব—যিনি স্ক্যানথর্পে থাকেন। আরেক জন আছেন আমেরিকায়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর রূহের মাগফিরাত করুন। তাঁর সন্তানদেরকেও জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখুন। তাঁর বংশকেও ধর্মের সেবা করার তৌফিক দিন। মরহুম নিজেও বাইশ বছর লাহোর ডিফেন্সে জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জামাতের সেবা করেছেন। কঠোর পরিশ্রম করে সেখানে জামাতের কমপ্লেক্স নির্মাণ করিয়েছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে স্বল্প খরচে এই কাজ করিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর গায়েবানা জানাযা হাজের জানাযার সাথেই পড়ানো হবে।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)